ভূমিকা

২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ কক্সবাজার জেলার রামু ও উখিয়া এবং ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২ কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও চট্টগ্রাম জেলার পটিয়ায় সংখ্যালঘু বৌদ্ধ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের উপাসনালয় এবং আবাসস্থলের ওপর বর্বরোচিত হামলার ঘটনার তথ্যানুসন্ধানের জন্য অধিকার এর তথ্যানুসন্ধানী দল ০২ অক্টোবর ২০১২ থেকে ০৭ অক্টোবর ২০১২ পর্যন্ত কক্সবাজার জেলার রামু, উখিয়া ও টেকনাফ এবং চট্টগ্রাম জেলার পটিয়ায় তথ্যানুসন্ধান করে।

তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের যে সব উপাসনালয় পরিদর্শন করে সেগুলো হচ্ছেঃ কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলার রামু কেন্দ্রীয় সীমা বিহার, প্রজ্ঞামিত্র বন বিহার, অধ্যক্ষ শ্রীপুর পুরাতন বৌদ্ধ বিহার, উ-মংরি বৌদ্ধ বিহার (লাল সিং), রামু মৈত্রী বিহার (সাদা সিং), উসিত সান বৌদ্ধ বিহার, শ্রীকুল বৌদ্ধ বিহার, আর্য্য বংশ বৌদ্ধ বিহার, আর্য্যবোধি বৌদ্ধ বিহার, ঐতিহাসিক রাংকূট বনাশ্রম বৌদ্ধ বিহার, বিমুক্তি বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্র। উখিয়া উপজেলার পশ্চিম মরিচ্যা দ্বিপঙ্কুর বৌদ্ধ বিহার, পশ্চিম রত্মা শাসন তীর্থ সুদর্শন বিহার, রাজা পালং জাদি বৌদ্ধ বিহার এবং চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার লাখেরা বৌদ্ধ বিহার, কোলাগাঁও নবারুন সংঘ শ্রী শ্রী দূর্গা মন্দির, কোলাগাঁও সার্বজনীন রত্মাঙ্কুর বিহার, কোলাগাঁও তালুকদার বাড়ী শিব মন্দির (পারিবারিক)।

এলাকায় প্রত্যক্ষদর্শীদের দেয়া বক্তব্য এই প্রতিবেদনে সরাসরি হাজির করা হয়েছে। যাঁরা এই ঘটনার শিকার তাঁরা ভীতসন্ত্রস্ত এবং তাঁদের আশংকা এই ধরনের হামলা আবারও হতে পারে।

তথ্যানুসন্ধানে প্রাথমিকভাবে যা বেরিয়ে এসেছে তা হল সংখ্যালঘু বৌদ্ধ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের উপাসনালয় এবং আবাসস্থলের ওপর হামলার আগে যে মিছিল বা সমাবেশগুলো পরিচালিত হয়েছিল, তার নেতৃত্বে ছিল আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা। তবে এলাকাবাসী জানান, হামলা ও লুটপাটের সময় স্থানীয় লোকজনের বাইরেও আরো অনেক অপরিচিত লোকজন দেখা গেছে। হামলার সময় আগুন জ্বালাতে কেরোসিন ও গানপাউডার ব্যবহার করা হয়েছিল বলে অনেকেই বলেছেন। এতগুলো উপাসনালয়ে একসঙ্গে হামলা ঘটানো সম্ভব হওয়ার কারণে এলাকাবাসীকে বিস্মিত মনে হয়েছে। এই ধরনের ঘটনা তাঁরা এর আগে কখনও দেখেননি এবং এটা ঘটতে পারে তাও আন্দাজ করেননি। আগুন জ্বালাতে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি বিশেষত গান পাউডার কে কিভাবে সংগ্রহ করল তার কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে বিপজ্জনক দিক হচ্ছে ঘটনাটি দীর্ঘ

সময় ধরে ঘটে যাবার পরও স্থানীয় প্রশাসন ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের নীরব ভূমিকা পালন। যাঁরা ঘটনার শিকার হয়েছেন, তাঁদের নিরাপত্তাহীনতার বোধ এতে আরও তীব্র হয়েই বিরাজ করছে।

তথ্যানুসন্ধানে এটা পরিস্কারভাবে এসেছে যে, অনেক বেশী সংখ্যক মানুষকে জড়ো করতে ধর্মীয় অনুভুতিকে কাজে লাগানো হয়েছে। অর্থাৎ অসাম্প্রদায়িক বলে পরিচিত থাকলেও এইসব এলাকায় ধর্ম ও সম্প্রদায়জনিত বিভেদ নতুন মাত্রা অর্জন করেছে বলে অধিকার মনে করে।

এই ক্ষেত্রে মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতন কোন প্রভাব ফেলেছে কিনা সেটা আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় ছিল না, কিন্তু এই দিকটি বোঝার জন্য ভিন্নভাবে সামাজিক তথ্যানুসন্ধান ও বিশ্লেষণ হওয়া জরুরী। তবে এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে যাঁরা আমাদের তথ্য দিয়েছেন তাঁরা কেউই এই ঘটনায় রোহিঙ্গাদের জড়িত থাকার কথা বলেননি। কিছু মিডিয়ায় এ ঘটনার সঙ্গে রোহিঙ্গাদের সম্পৃক্ত থাকার খবর প্রকাশের পর অধিকার উপাসনালয়ের যাজক, স্থানীয় লোকজন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে এই বিষয়ে সরাসরি কথা বলেছে। কথা বলে অধিকার এ ঘটনার সঙ্গে রোহিঙ্গাদের সম্পৃক্ত থাকার কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পায়নি। তবে কিছু রোহিঙ্গা জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন বলে কিছু গণমাধ্যমে খবর বেরিয়েছে। এই ঘটনা ঘটবার অনেক আগে থেকেই কিছু গণমাধ্যমে রোহিঙ্গাদের সম্পর্কে নেতিবাচক খবর প্রকাশিত হতে থাকে। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের এই ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকা ও প্রশাসনের ন্যক্কারজনক ব্যর্থতার অভিযোগ আড়াল করার জন্যই এখন রোহিঙ্গাদের অন্যায়ভাবে দায়ী করার চেষ্টা চলছে। অধিকার এই অসমর্থিত তথ্য ও অন্যায় অভিযোগকে মায়ানমারে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া হত্যাযজ্ঞের পরিপ্রেক্ষিতে রোহিঙ্গাদের জন্য ভয়ানক বিপজ্জনক বিষয় বলে মনে করে। শুধু মায়ানমারের রোহিঙ্গাদের জন্য নয়, একই সঙ্গে বাংলাদেশে প্রাণ ভয়ে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের জন্যও তা বিপদ সৃষ্টি করতে পারে। রোহিঙ্গারা এই ঘটনায় জড়িত ছিল প্রমাণ করবার জন্য তাঁদের গ্রেফতার করার চেষ্টা চলতে পারে।

ঘটনার বিশ্বাসযোগ্য তদন্তের প্রতিশ্রুতি না দিয়ে সরকার ক্রমাগত রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দোষী প্রমাণ করতে ব্যস্ত। একইভাবে সরকার বিরোধীরাও এই সময় বৌদ্ধ জনগোষ্ঠির আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনের জন্য কোন প্রকার কার্যকর ভূমিকা না নিয়ে শুধুই পাল্টা সরকারের নিন্দা জানিয়ে চলেছে। অথচ এই সময় সমস্ত নাগরিকের জান, মাল ও উপাসনালয়ে নিরাপত্তার জন্য সামাজিক সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা প্রথম ও একমাত্র রাজনৈতিক কাজ। এই ঘটনার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিণতি উপলব্ধি করবার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর ন্যক্কারজনক ভূমিকায় অধিকার উদ্বিগ্ন। এই দুঃখজনক ঘটনায় সরকারের নিজের দায় স্বীকার না করে অন্যকে দোষারোপ করার চেষ্টার কারণে পরিস্থিতি ক্রমশ আরও জটিল রুপ নিতে পারে।

এ ঘটনার তদন্তের জন্য যাঁদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে তাঁরা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণপদে আসীন থাকার পরও এ ঘটনা ঘটে যাওয়ায়, তাঁদের দিয়েই এই তদন্ত কাজ কতটা সুষ্ঠু ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হবে সে ব্যাপারেও অধিকার সন্দেহ পোষণ করছে। এই কারণে ঘটনার মূল উৎঘাটন করতে ও দোষীদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনতে অধিকার ঘটনাটির সুষ্ঠু তদন্তের জন্য স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠনের দাবী জানাচ্ছে।

কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের বৌদ্ধবিহার ও মন্দিরগুলোকে ধ্বংসের জন্য একযোগে দাহ্য তরল ও বিস্ফোরক দিয়ে হামলা করার ও স্থানীয়দের সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি করার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ৭.৩০ টায় কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলার হাইটুপি গ্রামের উত্তম কুমার বড়ুয়া নামের স্থানীয় এক বৌদ্ধ যুবকের ফেসবুক প্রোফাইল থেকে পবিত্র কুরআন এর প্রতি অবমাননামূলক একটি বিতর্কিত ছবি শেয়ার করা হয়। উত্তম কুমার বড়ুয়ার ফেসবুক বন্ধুর তালিকায় বাংলাদেশ আওয়ামী মৎসজীবী লীগের রামু উপজেলা কমিটির সভাপতি আনসারুল হক ভূট্টোও ছিলেন। ভূট্টো উত্তমের ফেসবুকে মুসলমানদের ধর্মীয়গ্রন্থ আল-কোরআনের অবমাননাকর ছবিটি দেখতে পেয়ে মোবাইল ফোনে উত্তমের সঙ্গে কথা বলেন। সেই সময় ভূট্টোর সঙ্গে উত্তমের উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। এরপর পবিত্র কোরআন এর অবমাননাকারী হিসেবে উত্তম বড়ুয়ার শাস্তি দাবী করে রাত ৯.০০ টায় ভূট্টো নিজে নেতৃত্ব দিয়ে একটি মিছিল বের করেন। মিছিল শেষে রামুর চৌমহনী চত্বরে একটি সমাবেশ করা হয়। সমাবেশে তাঁরা উত্তম বড়ুয়ার শাস্তি দাবি করেন। তাছাড়া এই সমাবেশ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২ রামুতে হরতালেরও ঘোষণা দেয়া হয়। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন যুবলীগ নেতা নুরুল ইসলাম সেলিম, ফতেখাঁরপুল ইউনিয়ন সেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি আজিজুল হকসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগের সদস্যরা। সমাবেশ শেষে আবারো মিছিল বের হলে তা রামুর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। মিছিলটি যখন বড়ুয়া পাড়ার দিকে প্রবেশ করে, তখন মিছিলে যোগদেন রামু উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান সোহেল সরওয়ার কাজল। সোহেল সরওয়ার কাজলের পেছনে পেছনে কিছু যুবক মোটর সাইকেল নিয়ে আসে। হঠাৎ করেই মিছিলে কয়েক হাজার মানুষ যোগ দেয় এবং বড়ুয়া পাড়ায় অবস্থিত বিহারগুলোতে প্রথমে লুট-পাট, ইট-পাথর নিক্ষেপ ও এরপর অগ্নিসংযোগ করে। এই ঘটনার পর পরই কক্সবাজারের রামু উপজেলার সঙ্গে সঙ্গে উখিয়া উপজেলা ও টেকনাফ উপজেলার বিহারগুলোও একযোগে আক্রমনের শিকার হয়। হামলাকারীরা বৌদ্ধবিহার ছাড়াও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বাড়ী লুটপাট, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার যাঁদের সঙ্গে কথা বলে তাঁরা হচ্ছেন -

- বিহারের দায়িত্বে থাকা যাজক
- বিহার কমিটির সদস্য

- প্রত্যক্ষদর্শী
- আক্রান্ত ব্যক্তি
- স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং
- আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য।

ছবিঃ (১) রামু চৌমহনী মোড়ে সোহেল সরওয়ার কাজলের সমাবেশ।
(২) কাজলের সমাবেশের আগে এবং পরে ছাত্রলীগের নেতৃত্বে মিছিল।
(৩) এই মিছিলে যোগ দেয়া লোকেরা বিহারে লুটপাট ও মূর্তি ভাংচুর করে।
(৪) বিহারে ভাংচুর শেষে আগুন জ্বলিয়ে দিয়েছে।

অধিকার এর তথ্যানুসন্ধানঃ-

কক্সবাজার এবং চট্টগ্রামে মুসলমান কর্তৃক বৌদ্ধ বিহার এবং হিন্দুদের মন্দির এবং ঘর বাড়ী লুটপাট, ভাংচুর এবং অগ্নিসংযোগের ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে গিয়ে ওপরের ছবিগুলো বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়। ছবির বিষয়ে বৌদ্ধ বা হিন্দু সম্প্রদায়ের কেউ ভয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে রাজি হননি। কেননা ছবিতে যাঁদেও দেখা যাচ্ছে এবং যাঁরাএই ঘটনা ঘটাতে উৎসাহ দিয়েছেন তাঁরা অনেকেই বর্তমানে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সদস্য।

কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলা

সুমিত বড়–য়া (২৯), মধ্য মেরংলোয়া, রামু কক্সবাজার

সুমিত বড়–য়া অধিকারকে বলেন, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত ৯.০০টায় চৌমহনী মোড়ে ক্ষমতাসীন দলের কয়েকজন নেতা একটি সমাবেশ করে। সমাবেশে রামু উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান সোহেল সরওয়ার কাজল বক্তব্য দেন।

সেই সমাবেশে মুসলমান ধর্মের ধর্মগ্রন্থ কোরআন অবমাননার বড় একটি ছবি সবাইকে দেখিয়ে বলা হয় যে, বৌদ্ধদের এদেশ থেকে উচ্ছেদ করে দিতে হবে। এজন্য তাঁরা স্থানীয় লোকদের মিছিলে যোগ দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। মিছিলটি কয়েকদফা এলাকাটি প্রদক্ষিণ করে। তাঁর পরিচিত কয়েকজন লোক তাঁকে জানান, মিছিলের লোকজন তাঁর বাড়ীতে হামলা করতে পারে। তাকে বাড়ী থেকে অন্যত্র চলে যেতে বলেন। রাত ১১.০০টার দিকে মিছিলটি তার বাড়ীর কাছে আসে এবং মিছিল থেকে কিছু লোক বৌদ্ধদের গালিগালাজ করতে করতে ইঁট-পাথর ছুঁড়তে থাকে। তিনি তখন বাড়ীর লোকজনদের নিয়ে পাশের রাস্তায় চলে যান। পরে আরেকটি মিছিল আসে, যেখানে স্থানীয়

কয়েকজন (পরিচিত লোক) দেখা যায়। তারা বাড়ীতে ঢুকে মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে নেয়। আরেকদল লোক মোটর সাইকেল নিয়ে এসে পেট্রোল, গান পাউডার, কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। তিনি তখন ফায়ার সার্ভিসে ফোন করে বিস্তারিত জানান। কিছুক্ষণ পর ফায়ার সাভির্‌েসের এক কর্মকর্তা তাঁকে জানান, তাঁরা ঘটনাস্থলে আসার চেষ্টা করছেন কিন্তু স্থানীয় লোকজন রাস্তায় গাছ ফেলে ব্যারিকেড দিয়েছে। এছাড়া মিছিলে অংশ গ্রহণকারীরা তাঁদের মারধর করার হুমকি দিচ্ছে। তখন তিনি মোবাইল ফোনে কক্সবাজারের বিভিন্ন বিহারে জানিয়ে দেন যে, স্থানীয় মুসলমানরা বৌদ্ধদের ওপর আক্রমণ করছে। তাঁর সামনেই তাঁর বাড়ী পুড়ে যায়। এরপর মিছিলটি রামু কেন্দ্রীয় সীমা বিহারের দিকে চলে যায়। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২ সকাল আনুমানিক ৮.৩০ টায় বিজিবি এবং সেনাবাহিনীর সদস্যরা আসে। তারা প্রাথমিকভাবে প্রতি পরিবারকে একটি করে তাঁবু দেয় এবং ২৫ কেজি চাল ও নগদ ২৫,০০০ টাকা দেয়। তাঁবু অপর্যাপ্ত হওয়ায় অনেকে এখনো খোলা আকাশের নিচে আছেন।

ছবিঃ সুমিত বড়ুয়ার বাড়ী

ভূবন মোহন বড়ুয়া (৪০), মধ্য মেরংলোয়া, রামু, কক্সবাজার

ভূবন মোহন বড়ুয়া অধিকারকে বলেন, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাতে তিনি দোকানে ছিলেন। রাত আনুমানিক ১১.৩০টার দিকে তাঁর পরিচিত এবং আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা নুরুল ইসলাম সেলিমের নেতৃত্বে একদল লোক বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে মিছিল করতে করতে তাঁর দোকানে আসে এবং লুটপাট শুরু করে। নগদ টাকা ও মালামাল তারা নিয়ে নেয় এবং পরে তারা তাঁর দোকানটি জ্বালিয়ে দিয়ে রামু কেন্দ্রীয় সীমা বিহারের দিকে চলে যায়। সেখানে উপস্থিত সেলিম প্রভাবশালী লোক হওয়ায় তিনি কিছু বলতে সাহস পাননি।

অধিকার এই ব্যাপারে নূরুল ইসলাম সেলিমের বক্তব্য জানার জন্য তাঁর খোঁজ করে, কিন্তু তিনি পলাতক থাকায় তাঁর বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।

তরুন বড়ুয়া, সাধারণ সম্পাদক, রামু বিহার কমিটি, রামু কেন্দ্রীয় সীমা বিহার, মেরংলোয়া, রামু, কক্সবাজার

তরুন বড়ুয়া অধিকারকে জানান, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ৯.০০ টায় ক্ষমতাসীন দলের কয়েকজনের নেতৃত্বে ৫০/৬০ জন লোক নিয়ে চৌমহনীতে একটি মিছিল করে। পরে তারা এলাকায় ঘুরে ঘুরে মুসলমানদের সংগ্রহ করে এবং প্রচার করে

বৌদ্ধরা কোরআন অবমাননা করেছে। তারা রামুর চৌমহনী মোড়ে সমাবেশ করে। তাদের উস্কানী মূলক বক্তেব্যে স্থানীয় মুসলমানরা একত্রিত হতে থাকে। এক পর্যায় বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে মিছিল করতে করতে বড়ুয়া পাড়ায় ঢুকে পড়ে। মিছিলকারীরা এলোপাথারি ইট-পাথর ছুঁড়ে মারতে থাকে এবং এক পর্যায়ে ঘটনাস্থলে রামু উপজেলা চেয়ারম্যান সোহেল সরওয়ার কাজল এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার দেবী চন্দ উপস্থিত হন। এরপরেই আসে আরো কিছু মোটর সাইকেল আরোহী। তারা নিয়ে আসে টায়ার, কেরোসিনসহ বোতল ও জার বা পাত্র ভর্তি দাহ্যপদার্থ। এরপর পুলিশ সদস্যদের নিয়ে সেখানে আসেন রামু থানার অফিসার ইনচার্জ একে নজিবুল ইসলাম। তাঁদের উপস্থিতিতেই বিহার লুট করা হয় এবং আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। পুলিশ সেখানে উপস্থিত থাকলেও তাদের কোন ভুমিকা ছিল না। যখন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছিল, তখন সেখানে আসেন কক্সবাজার বিএনপি সভাপতি ও কক্সবাজার-৩ আসনের সংসদ সদস্য লুৎফর রহমান কাজল। তিনি মৌখিকভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে না পেরে ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। আক্রমণকারীরা বিহারটি জ্বালিয়ে দিয়ে হাইটুপি গ্রামে মৈত্রী বিহারের দিকে চলে যায়।

ছবিঃ রামু কেন্দ্রীয় সীমা বিহার।

রিঠা বড়ুয়া (২৮), প্রত্যক্ষদর্শী, হাইটুপি পাড়া, রামু মৈত্রী বিহার, রামু, কক্সবাজার

রিঠা বড়ুয়া অধিকারকে জানান, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত ২.০০টায় স্থানীয় মুসলমানরা মিছিল করতে করতে মৈত্রী বিহারে প্রবেশ করে। তিনি হামলাকারীদের মধ্যে কিছু লোককে চিনলেও নাম বলতে রাজি হননি। পর্যায়ক্রমে তারা উ-মংরি বৌদ্ধ বিহার (লাল সিং), উ-মংরি বৌদ্ধ বিহার (সাদা সিং), রামু মৈত্রী বিহার এবং শ্রী অপর্নাচরণ মহাজনের মন্দির লুটপাট, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। পরে আক্রমণকারীরা সাদা সিং বিহারের পাশে আরেকটি বৌদ্ধ মন্দিরে আগুন ধরাতে গেলে আক্রমণ কারীদের সঙ্গে যোগ দেয়া তাঁর প্রতিবেশী আক্রমনকারীদের আগুন দিতে নিষেধ করেন। কারণ সাদা সিং এর ঐ অংশে আগুন দিলে মুসলমানদের বাড়ী পুরে যেতে পারে। প্রতিবেশীর নাম তিনি প্রকাশ করেননি। পরে আক্রমণকারীরা তাঁর বাড়ীর টিনের প্রাচীর ভেঙ্গে তছনছ করে চলে যায়। প্রায় ২.৩০ ঘন্টা ধরে এ তান্ডব চলার পরও পুলিশ আসেনি।

এমনকি এ ঘটনার পর কয়েকদিন পার হয়ে গেলেও পুলিশ এখনো লুট হওয়া দ্রবাদি উদ্ধারে কোন রকম তৎপরতা চালায়নি বলে তিনি জানান।

ছবিঃ ১। লাল সিং, সাদা সিং, শ্রী অপর্নাচরণ, রামু মৈত্রী বিহার এবং রিঠা বড়ুয়ার বাড়ীর প্রাচীর

ওঁ চেকা তাইয়াপারা মহাথের, (যাজক) , রামু মৈত্রী বিহার, রামু, কক্সবাজার

ওঁ চেকা তাইয়াপারা অধিকারকে জানান, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ ছিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধুপূর্ণিমার উৎসবের দিন। তাই ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাতে বিহারে উপাসনা চলছিল। সেই দিনই রাত আনুমানিক ১১.৩০ টার দিকে অনেক মানুষের মিছিলের আওয়াজ শোনেন। মিছিলে তারা বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে থাকে। বিহারে পাথর নিক্ষেপের এক পর্যায়ে আক্রমনকারীরা বিহারের মধ্যে প্রবেশ করে বৌদ্ধ মূর্তি ভাঙতে থাকে এবং আগুন লাগাতে গেলে স্থানীয় লোকদের বাড়ী বিহারের পাশে হওয়ায় তাদের অনুরোধে আর আগুন দেয়া হয়নি। তবে মূল্যবান পাথরের মূর্তিগুলো লুট হয়েছে। অধ্যক্ষ শ্রীপুর পুরাতন বৌদ্ধ বিহার এর পর আক্রমনকারীরা পাশে থাকা একে একে আরো ৩ টি বিহার আক্রমন ও লুট করে এবং আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। থানা এক কিলোমিটারের মধ্যে হওয়ার পরও পুলিশ ঘটনা ঘটে যাওয়ার আনেক পরে আসে।

শ্রীমৎ করুনা ভিক্ষু (যাজক), ভূবন শান্তি ১০০ ফুট সিংহ শয্যা গৌতম বুদ্ধ মূর্তি, উত্তর মিঠাছড়ী, রামু, কক্সবাজার

শ্রীমৎ করুনা ভিক্ষু অধিকারকে জানান, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত ১১.০০টার দিকে একদল লোক মিছিল করতে করতে এসে বিহারে প্রবেশ করে এবং ধর্মীয় গ্রন্থসহ একটি লাইব্রেরী জ্বালিয়ে দেয়। কিছু বইপত্র ছিঁড়ে ফেলে। গবেষণার জন্য বাংলা তরজমাসহ একটি কোরআন শরীফ ছিল, যা টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে এর কিছু অংশ পুড়ে ফেলে। তিনি বলেন, গৌতম বুদ্ধের মূর্তিটির বিভিন্ন অংশে আগুন ধরিয়ে দেয়। কিন্তু মূর্তিটি পুরো পোড়েনি। এছাড়া আক্রমণকারীরা বিমুক্তি বির্দশন ভাবনা কেন্দ্রটি ভাংচুর করে। পরে তারা প্রজ্ঞামিত্র বন বিহারের দিকে চলে যায়। মিছিলে থাকা স্থানীয় ব্যক্তিরা বিভিন্নভাবে এখন হুমকি দিচ্ছে। তারা বলছে, এখন বিজিবি এবং সেনাবাহিনী পাহারায় থাকছে এরা চলে গেলে বড়ুয়াদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে। তিনি বলেন, এখন তাঁরা ভীতির মধ্যে রয়েছেন।

ছবিঃ ভূবন শান্তি ১০০ ফুট সিংহ শয্যা গৌতুম বুদ্ধ মূতি ও বিমুক্তি বির্দশন ভাবনা কেন্দ্র

বাবুল বড়ুয়া (৩৮), প্রত্যক্ষদর্শী, প্রজ্ঞামিত্র বন বিহার, উত্তর মিঠাছড়ী, রামু, কক্সবাজার

বাবুল বড়ুয়া অধিকারকে জানান, বিহারের অপরদিকে তাঁর একটি মুদি দোকান আছে। ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ৯.০০ টায় প্রায় ৩০০ জন লোকের একটি মিছিল বিদ্যুৎ অফিসের পাশের রাস্তা দিয়ে এসে বিহারের সামনে দিয়ে শ্লোগান দিতে দিতে চৌমহনী বাজারের দিকে চলে যায়। সে সময় রামু থানার অফিসার ইনচার্য নজিবুল ইসলাম তাঁদের এলাকায় আসেন এবং আশ্বস্ত করেন যে, মিছিলকারীরা কোন রকম নাশকতা করবে না। রাত আনুমানিক ১১.৩০ টায় প্রায় ২ হাজার লোকের একাটি মিছিল শ্লোগান দিতে দিতে আবার বড়ুয়া পাড়ায় প্রবেশ করে এলোপাথারি ইট-পাথর ছুঁড়তে থাকে। সে সময় রামু উপজেলা চেয়ারম্যান সোহেল সরওয়ার কাজল সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আক্রমনকারীরা বিহারে লুটপাট ও ভাংচুর চালানো শুরু করে। কিছুক্ষন পর সেখানে আসেন কক্সবাজার ৩ আসনের সাংসদ লুৎফর রহমান কাজল। আক্রমণকারীদের থামাতে না পেরে কিছুক্ষণ পর তিনি ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। এরপরই আক্রমনকারীরা বিহারে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। বৌদ্ধ মূর্তির গলা কেটে ফেলে। পুরা ঘটনাটি ঘটে যাবার সময় পুলিশকে নিরব ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়।

দিপা বড়ুয়া (২৬), প্রত্যক্ষদর্শী), প্রজ্ঞামিত্র বন বিহার, উত্তর মিঠাছড়ী, রামু, কক্সবাজার

দিপা বড়ুয়া অধিকারকে জানান,২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত ১১.০০টার দিকে একদল লোক বিহারে আসে। তারা এসে ভাংচূর করে আগুন দিয়ে বিহার পুড়ে ফেলে। তিনি বলেন, সেখানে সব রাজনৈতিক দলের লোক উপস্থিত ছিল। তারা এখনও বৌদ্ধদের তাড়িয়ে দেয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে। তিনি বলেন, ঐসব স্থানীয় আক্রমণকারীদের নাম বলা যাবে না, কারণ তারা খুবই প্রভাবশালী। যে কোন সময় বিহারে আবারও হামলা চালাতে পারে।

বিধু বড়ুয়া, সাধারণ সম্পাদক, উসিত সান বিহার কমিটি, উসিত সান বৌদ্ধ বিহার, রামু, কক্সবাজার

বিধু বড়ুয়া অধিকারকে জানান, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ৩.০০ টার দিকে প্রায় ১৫০০ লোকের একটি মিছিল বিহারের দিকে শ্লোগান দিতে দিতে আসে এবং হঠাৎ বিহারের মধ্যে প্রবেশ করে ভাংচুর করতে থাকে। বিহারের লোক জনের প্রতিবাদের মুখে আক্রমনকারীরা বিহারটিতে আর আগুন ধরিয়ে দিতে পারেনি।

ছবিঃ প্রজ্ঞামিত্র বন বিহার

চন্দ্রবোদি ভিক্ষু (যাজক), শ্রীকুল বৌদ্ধ বিহার, রামু, কক্সবাজার

চন্দ্রবোদি ভিক্ষু অধিকারকে জানান, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধু পূর্ণিমার উৎসব চলছিল। হঠাৎ রাত আনুমানিক ১১.৪৫ টায় প্রায় দুই হাজার লোক বিহারে লোহার রড, বড় চাকুসহ হামলা চালায়। এতে বিহারের মধ্যের উপাসনাকারীরা ভীত হয়ে প্রান ভয়ে আশে পাশের ঝোপ ঝাড়ে পালিয়ে যায়। হামলাকারীরা প্রথমে বিহারের মধ্যের মূল্যবান পাথরের বৌদ্ধমূর্তিগুলো লুট করে এবং পরে বিহারে কেরোসিন ও অন্য কিছু দাহ্যপদার্থ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এর পর হামলাকারীরা পাশেই থাকা শ্রীকুল মৈত্রী বিহারে একইভাবে হামলা চালাতে থাকে। এ সময় রামু থানার ওসি নজিবুল ইসলামকে খবর দেয়া হলেও কোন সহযোগিতা পাওয়া যায়নি বলে তিনি জানান।

বিজন বড়ুয়া , বিহার কমিটির সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাতা, আর্য্য বংশ বৌদ্ধবিহার, জাদীপাড়া, রামু, কক্সবাজার

বিজন বড়ুয়া অধিকারকে জানান, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ১১.৩০ টায় বিহারের দিকে প্রায় ১ হাজার লোকের একটি মিছিল আসে। সে সময় বিহারে মধুদান উৎসব চলছিল। হঠাৎ আক্রমনে সবাই আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে প্রান ভয়ে পালিয়ে যায়। মহামূল্যবান কিছু বৌদ্ধমূর্তি লুট করা হয়। বাকি আসবাব সহ অন্য সব কিছু জ্বালিয়ে দেয়া হয়। পরে স্থানীয় কিছু লোকের মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন বিহারের দিকে আসা

মিছিলটিতে নেতৃত্ব দেন স্থানীয় মেম্বর কায়েস, যিনি স্থানীয়ভাবে আওয়ামী লীগ সমর্থক হিসেবে পরিচিত।

সোহেল সরওয়ার কাজল, রামু উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান, রামু উপজেলা পরিষদ, কক্সবাজার

সোহেল সরওয়ার কাজল অধিকারকে জানান, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ১০.৪৫ টায় তিনি বিহার আক্রমনের খবর পেয়ে বড়ুয়া পাড়ায় যান। সেখানে যেয়ে আক্রমনকারীদের বিহারের দানবাক্স ও মূল্যবান বৌদ্ধ মূর্তিগুলো লুট করতে দেখেন। তিনি নিজে বাধা দিতে গেলে আহত হন। তিনি তখনই পুলিশ সুপার সেলিম মোহাম্মদ জাহাঙ্গিরকে মোবাইল ফোনে জানানোর চেষ্ঠা করেন, কিন্তু ফোন নম্বর বন্ধ পান। তিনি আক্রমনকারীদের পেট্রোলের জার বহন করতে দেখেন। স্থানীয় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের অসহযোগীতার কারণে তিনি মোবাইল ফোনে আওয়ামী লীগের সহ সাধারন সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ ও আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবীর নানকের কাছে সহযোগিতা চান। পরবর্তীতে সেখানে আসেন সংসদ সদস্য লুৎফর রহমান কাজল। তিনি কিছুক্ষণ পরে চলে যাবার পরই আক্রমনকারীরা বিহারগুলোতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। আক্রমনকারীদের মধ্যে তাঁর দলের কিছু সমর্থক থাকলেও আওয়ামী লীগের জেলা পর্যায়ের নেতৃস্থানীয় কেউ ছিলেন না বলে তিনি জানান। ঘটনাটি দীর্ঘ সময় ধরে ঘটে যাবার পরও পুলিশকে কোন ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়নি ।

লুৎফর রহমান কাজল, সংসদ সদস্য, কক্সবাজার-৩, কক্সবাজার

লুৎফর রহমান কাজল অধিকারকে বলেন, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ১০.০০টায় স্থানীয় লোকজন তাঁকে মোবাইল ফোনে জানান, রামু চৌমহনীতে কিছু লোক সমাবেশ শেষ করে মেরংলোয়া গ্রামে ঢুকে বৌদ্ধদের বাড়ীঘর এবং বিহার জ্বালিয়ে দিচ্ছে। এখবর পেয়ে তিনি দ্রুত সেখানে যান এবং দেখতে পান, কয়েক হাজার লোক মিছিল করছে এবং তাঁদের মধ্যে একদল লোক বিহারগুলোতে ঢুকে লুটপাট, ভাংচুর করছে। আরেকদল লোক পেট্রোল ও বড় জারে করে কেরোসিনসহ দাহ্য পদার্থ নিয়ে মোটর সাইকেলে করে এক এক বিহারে যাচ্ছে এবং অগ্নিসংযোগ করছে। তিনি দেখেন, মিছিলের সামনে রয়েছেন, বাংলাদেশ আওয়ামী মৎসজীবী লীগের রামু উপজেলা কমিটির সভাপতি আনসারুল হক ভূট্টো। রামু যুবলীগ নেতা নুরুল ইসলাম সেলিম, ফতেখাঁরপুল ইউনিয়ন সেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি আজিজুল হকসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগের সদস্যরা। তাঁরা খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে বিভিন্ন পাড়ায় ঢুকে আক্রমণ করছেন। তিনি অনেক চেষ্ঠা করেও কাউকেই মিছিল বন্ধ করা বা ভাংচূর রোধ করাতে পারেননি। কারণ কোন লোকই তাঁর ডাকে সাড়া দেননি। তিনি দেখেন, কয়েকজন পুলিশ সদস্য মিছিলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তারা কোন ভূমিকা নিচ্ছে না। তিনি রামু থানার ওসিকে এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার দেবী চন্দ্রকে বার বার অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁরা সেই উপস্থিত লোকদের কাছে নিজেদের অসহায় বলে জানায়। অবশেষে তিনি বাসায় চলে যান। তিনি

দলীয় নেতা কর্মীদের কাছ থেকে জানতে পারেন, ঘটনার কিছুক্ষণ আগে চৌমহনী মোড়ে রামু উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান সোহেল সরওয়ার কাজল এসে সমাবেশে বক্তব্য দিয়েছেন। সেই সমাবেশে কোরআন অবমাননা করার একটি বড় ছবি সবাইকে দেখিয়ে বলা হয়েছে যে, বৌদ্ধরা মুসলমানদের নবী ও কোরআন অবমাননা করেছে। কোরআন অবমাননার ঐ ছবি দেখার পর স্থানীয় জনতা মিছিলে যোগ দিতে থাকে। মিছিলটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে বিভিন্ন এলাকার লোকদের জমায়েত করতে থাকে। মিছিলটি যখন বড়ুয়া পাড়ার দিকে প্রবেশ করে, তখন মিছিলে সোহেল সরওয়ার কাজলের পেছনে পেছনে কিছু যুবক মোটর সাইকেল নিয়ে যোগ দেয়।

অফিসার ইনচার্জ সাখাওয়াত হোসেন, রামু থানা, কক্সবাজার

অফিসার ইনচার্জ সাখাওয়াত হোসেন অধিকারকে জানান, ২৯ সেপ্টম্বর ২০১২ রামুতে বিহার আক্রমনের যে ঘটনাটি ঘটেছে সে সময় রামু থানার অফিসার ইনচার্জের দায়িত্বে ছিলেন এ. কে. নজিবুল ইসলাম। তিনি রামু থানার দায়িত্ব গ্রহণের পর আইন শৃংখলা রক্ষার সর্বাত্মক সহায়তা করছেন বলে তিনি জানান। রামুতে মোট ৬টি মামলা হয়েছে। আসামীদেরও গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। মামলাগুলো তদন্তাধীন থাকায় তিনি আর কিছু বলেননি।

এই তথ্য সংগ্রহের সময় এ.কে. নজিবুল ইসলাম পুলিশ লাইনে প্রত্যাহার অবস্থায় থাকায় তাঁর সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি।

দেবী চন্দ্র, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রামু উপজেলা পরিষদ, কক্সবাজার

দেবী চন্দ্র অধিকারকে জানান, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ রামুতে বিহার আক্রমনের যে ঘটনাটি ঘটেছে তা অনাকাঙ্খিত। ঘটনাটি জানার পরেই বিহার গুলোতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে। বিহার আক্রমনের সময় কয়েকটি বিহারে রামু উপজেলা চেয়ারম্যান সোহেল সরওয়ার কাজল উপস্থিত ছিলেন বলে তিনি জেনেছেন। অপরাধীদের সনাক্ত করার জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলাঃ-

বিমল জ্যোতি মহাথের (যাজক), পশ্চিম মরিচ্যা দ্বিপঙ্কুর বৌদ্ধ বিহার, উখিয়া, কক্সবাজার

বিমল জ্যোতি অধিকারকে জানান, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ রামুর বিহারে আক্রমনের ঘটনাটি সম্বন্ধে মোবাইল ফোনে জানতে পারেন। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ৯.০০ টায় উখিয়া থানা পুলিশ এসে বিহার পরিদর্শন করে যান। এরপর রাত আনুমানিক ৯.৩০ টায় প্রায় স্থানীয় পশ্চিম মরিচ্যা গ্রামের নুরুল হক ড্রাইভারের ছেলে আওয়ামী লীগের সদস্য মোঃ আলমের নেতৃত্বে স্থানীয় প্রায় ২ হাজার লোকের একটি মিছিল জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাওচ বলে মিছিল করতে করতে বিহারের দিকে আসে। তারা

বিহারের পাশে থাকা সুজন বড়ুয়া, সনাতন বড়ুয়া এবং বরেন্দ্র বড়ুয়ার বাড়ী লুট করে এবং বিহারে ভাংচুর করে। মূল্যবান পাথরের মূর্তি লুট করার পর বিহারে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। রাত আনুমানিক ৯.৩০ থেকে ১১.০০ পর্যন্ত এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়। তখন পর্যন্ত আর পুলিশ আসেনি। এ ব্যাপারে উখিয়া থানার এএসআই ওমর ফারুক বাদী হয়ে একটি মামলা করেন। যার নম্বর-২; তারিখঃ ২/১০/২০১২।

মোঃ আলম (৩৮), পিতাঃ নুরুল হক ড্রাইভার, পশ্চিম মরিচ্যা, উখিয়া, কক্সবাজার

মোঃ আলম অধিকারকে জানান, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২ সন্ধ্যায় এলাকার একদল লোক বিহার ভাংচূর করে। তিনি উপস্থিত থাকলেও কাউকে বিহার ভাঙতে বলেননি। তিনি বলেন, মুসলমানের কোরআন অবমাননার খবরটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ায় সব রাজনৈতিক দলের লোকই অংশগ্রহণ করে বিহার ভাংচূর করে। তিনি জানান, এই ঘটনায় উখিয়া থানার এএসআই ওমর ফারুক বাদী হয়ে তাঁকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেছে। যার নম্বর-২; তারিখঃ ২/১০/২০১২।

মধুসুদন বড়ুয়া , বিহার কমিটির সভাপতি, পশ্চিম রত্না শাসন তীর্থ সুদর্শন বিহার, কোর্ট বাজার. উখিয়া, কক্সবাজার

মধুসুদন বড়ুয়া অধিকারকে জানান, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২ বিকাল ৩.০০টায় প্রভাতী সবুজসংঘ ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কোর্টপাড়ার মাইক ব্যবসায়ী সিরাজ মিয়ার ছেলে স্থানীয় যুবলীগ নেতা শাহাজাদা একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। সভায় যোগ দেয় উখিয়া আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হামিদুল হক চৌধুরী, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মাহমুদুল হক চৌধুরী, আওয়ামী লীগ সমর্থিত রত্নাপালং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নুরুল কবির চৌধুরী এবং হলুদিয়া পালং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিন্টু চৌধুরী। তাঁরা সভা সমাবেশ শেষে একটি মিছিল বের করেন। পরে কোরআন অবমাননাকারীর শাস্তির দাবিতে মিছিল চলতে থাকে। পরে রাত আনুমানিক ৯.৩০ টায় মিছিলে অংশ গ্রহণকারী প্রায় এক হাজার লোক বিহারটিতে আগুন ধরিয়ে দিতে চাইলে রত্না পালং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাহমুদুল হক চৌধুরী বাধা দেন। কিন্তু শাহজাদার লোকজন তা মানতে চায়নি। পরে পুলিশ সদস্যরা আক্রমনকারীদের ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। কিন্তু তারা আবারও একত্রিত হয়ে বিহারের পাশে থাকা ভিক্ষুদের রান্নাঘরটি পুড়িয়ে দেয়।

কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার কোটবাজার স্টেশন থেকে বের হওয়া এই সেই মিছিল যেখান থেকেই পরে হামলা হয়েছিল পূর্ব রত্নাপালং সুদর্শন বৌদ্ধ বিহারে। মিছিলটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন উখিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক হামিদুল হক চৌধুরী (প্রথম সারির বাম থেকে সাদা চেক শার্টধারি ৬ষ্ট ব্যক্তি) ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মাহমুদুল হক চৌধুরী (প্রথম সারির ডান থেকে হাফশার্টধারি ৪র্থ ব্যক্তি)। দুই আওয়ামী লীগ নেতার মাঝখানে (টুপি পরা) আওয়ামী লীগ সমর্থিত রত্নাপালং ইউপি চেয়ারম্যান নুরুল কবির চৌধুরী ও হলুদিয়া পালং ইউপি চেয়ারম্যান মিন্টু চৌধুরী (বাম থেকে তৃতীয়)।

বুফন বড়ুয়া, বিহার কমিটির সদস্য, রাজাপালং জাদী বৌদ্ধ বিহার, উখিয়া, কক্সবাজার

বুফন বড়ুয়া অধিকারকে জানান, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ রামুর ঘটনা সম্বন্ধে জানার পর বিহারের সবাই আতঙ্কগ্রস্ত ছিল। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২ সকাল আনুমানিক ১১.৩০ টায় উখিয়া থানা পুলিশ ও স্থানীয় প্রভাবশালী নেতারা এসে রাজা পালং জাদী বৌদ্ধবিহারের নিরাপত্তা নিয়ে আশ্বস্ত করেন। বিকাল আনুমানিক ৩.৩০ টায় বিহারের সামনের রাস্তা দিয়ে মিছিল আসতে দেখেও কেউ মিছিলটিতে বাঁধা দেয়নি আশ্বাসের কারণে। কিন্তু মিছিলকারীরা হঠাৎ বিহার আক্রমন করে বিহারের দানবাক্স লুট করে এবং বিহারে থাকা বড় দুইটি মূর্তি ভেঙ্গে ফেলে। মিছিলটিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা মাহমুদ আলম।

অফিসার ইনচার্জ, নীলু কান্তি বড়ুয়া (তদন্ত), উখিয়া থানা, কক্সবাজার

অফিসার ইনচার্জ নীলু কান্তি বড়ুয়া অধিকারকে জানান, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ রামুতে বিহার আক্রমনের ঘটনাটি জানার পর থেকেই তারা উখিয়ায় অবস্থিত বিহারগুলোর নিরাপত্তা জোরদার করেন। ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ৯.০০ টায় তারা পশ্চিম মরিচ্যা দ্বিপঙ্কুর বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শন করে আসার পর বিহারটিতে হামলা করা হয় বলে তিনি জানান। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২ মিছিলকারীরা কোর্ট বাজারের সামনে অবস্থিত পশ্চিম রত্না শাসন তীর্থ সুদর্শন বিহারের সামনে অবস্থান নিয়েছে জানতে পেরে তিনি অতিরিক্ত পুলিশ সদস্য নিয়ে বিহারের সামনে যান। সেখানে উত্তেজিত জনতাকে সামাল দিতে পুলিশকে ২০ রাউন্ড শটগানের ফাঁকা গুলি ছুঁড়তে হয়। তখন মিছিলকারীরা পালিয়ে যায়। তবে মিছিলে আওয়ামী লীগ সমর্থিত স্থানীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন বলে তিনি জানান।

কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলাঃ-

সাধন মল্লিক (৫৬), দুয়ারীখোলা, হোয়াইক্যং, টেকনাফ, কক্সবাজার

সাধন মল্লিক অধিকারকে বলেন, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২ বিকাল ৩.০০টায় হোয়াইক্যং আমতলী গ্রামের আওয়ামী লীগের সর্মথক মোঃ জাহেদ আলীর নেতৃত্বে একদল লোক হাজী মোহাম্মদ রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে একটি সভা করে। পরে একই স্থানে মৌলভী কামাল উদ্দিন, সৈয়দ আলম এবং মোঃ আলমের নেতৃত্বে আরো একটি সভা হয়। সভার বিষয় ছিল কোরআনের অবমাননা কারীদের দেশ থেকে বিতাড়িত করা। সন্ধ্যা ৬.৩০ একই স্থানে স্থানীয় লোকজন বিভিন্ন আক্রমনাত্নক স্লোগান দিয়ে মিছিল করে। রাত আনুমানিক ১০.০০টায় তারা হোয়াইক্যং বাজার থেকে বৌদ্ধবিহার ভাঙ্গার জন্য সাক্য মৌলী বৌদ্ধবিহারের কাছে যায়। এমন সময় ১ নং হোয়াইক্যং মডেল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ আনোয়ারী সেখানে আসেন। পুলিশ সদস্যরা তাদের বাধা দেয়। পরে তারা রাস্তায় মিছিল করতে থাকে। এক পর্যায় মিছিল বিহারের দিকে

যেতে থাকলে পুলিশ সদস্যরা গুলি ছোড়ে। তখন মিছিলকারীরা সেখান থেকে ফেরার পথে প্রথমে তাঁর বাড়ী লুট এবং ভাংচুর করে। পরে তারা তাঁর বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেয়। একই সঙ্গে তারা জতিন্দ্র শর্মা এবং কালিপদ দাশের বাড়ী ভস্মিভূত করে দেয়। এছাড়া সুধির মল্লিক, সজল শর্মা, কালু কুমার ধর, বিজয় মল্লিক, শুভ মল্লিক, সফর বদর এবং অমূল্য ধরের বাড়ীতে ভাংচুর লুটপাট করার পরে অগ্নি সংযোগ করলে আংশিকসহ মোট ১০টি বাড়ী পুড়ে যায়। এক পর্যায়ে পুলিশ সদস্যরা সেখানে আসে এবং গুলি ছোড়ে। তাতে বেশ কয়েকজন আহত হয়। মিছিলকারী ছত্র ভঙ্গ হয়ে চলে যায়। তিনি বলেন, ঘটনার শুরু থেকে পুলিশের ভূমিকা থাকলে হয়তো তারা ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দিতে পারতো না। এছাড়া মুসলমানদের সঙ্গে তাদের কোন শত্রুতা নেই। কিন্তু স্থানীয় কিছু মুসলমান হিন্দুদের প্রতি আক্রমনাত্বক অবস্থান নিয়ে তাদের ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। ১ অক্টোবর ২০১২ স্থানীয় এমপি আব্দুর রহমান বদি আসেন এবং তিনি ৩০ কেজি করে চাল সাহায্য দিয়েছেন। এছাড়া আরো অনেকেই এসেছেন কিন্তু দোষীদের বিচার করার ব্যাপারে কোন আশ্বাস দেননি। সাধন মল্লিক বাদী হয়ে ৭০ জনকে আসামী করে টেকনাফ মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর ১; তারিখঃ ১/১০/২০১২।হোয়াইক্যং আমতলী গ্রামের আওয়ামী লীগের সমর্থক মোঃ জাহেদ আলী পুলিশি গ্রেপ্তারের ভয়ে পালিয়ে থাকায় তাঁর বক্তব্য নেয়া যায়নি।

এএসআই মাহফুজুর রহমান, হোয়াইক্যং পুলিশ ফাঁড়ী, টেকনাফ, কক্সবাজার

এএসআই মাহফুজুর রহমান অধিকারকে জানান, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২ স্থানীয় জনগন বাড়ীতে অগ্নি সংযোগ এবং পুলিশ সদস্যদের ওপর হামলা করে। এতে এসআই বখতিয়ার উদ্দিন চৌধুরী, কনস্টেবল আব্দুর রব, নায়েক জয়ন্ত চাকমা আহত হন। তিনি বাদী হয়ে টেকনাফ মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর ১; তারিখঃ ১/১০/২০১২। তিনি বলেন, ঐ মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই বখতিয়ার উদ্দিন চৌধুরী। বিস্তারিত জানার জন্য তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন।

এসআই আলমগীর হোসেন, টেকনাফ মডেল থানা, কক্সবাজার

এসআই আলমগীর হোসেন অধিকারকে বলেন, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ রামুতে বৌদ্ধবিহার অগ্নিসংযোগের খবর ছড়িয়ে পরলে টেকনাফ এলাকায় বিহারগুলোতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২ হোয়াইক্যং পুলিশ ফাঁড়ীর ইনচার্জ এসআই বখতিয়ার উদ্দিন চৌধুরী তাকে জানান, যে স্থানীয় জনতা মিছিল মিটিং করে হোয়াইক্যং বাজার থেকে বৌদ্ধ বিহার ভাঙ্গার জন্য সাক্য মৌলী বৌদ্ধবিহারের দিকে যাচ্ছিল। এসময় পুলিশ বাধা দিলে তারা ১০ টি বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং পুলিশ সদস্যদের ওপর হামলা করে। তখন তিনি পুলিশ সদস্যদের সংখ্যা বাড়িয়ে হোয়াইক্যং যান এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। পরে ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এএসআই মাহফুজুর রহমান বাদী হয়ে একটি মামলা এবং বাড়ী পুরে যাওয়া সাধন মল্লিক বাদী হয়ে আরেকটি মামলা দায়ের করেন। সেই মামলায় ২৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তাঁদের রিমান্ডে নেয়া হয়েছে।

সেলিম মোঃ জাহাঙ্গীর, পুলিশ সুপার, কক্সবাজার

সেলিম মোঃ জাহাঙ্গীর অধিকারকে জানান, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ৯.০০টায় রামুর চৌমহনী মোড়ে কোরআন অবমাননার বিরোধীতা করে স্থানীয় লোকজনের উপস্থিতিতে একটি শান্তিপূর্ণ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। কোন একটি স্বার্থানেস্বী মহল এটিকে অন্য পথে পরিচালিত করে। দীর্ঘ সময় ধরে একের পর এক বিহারে আক্রমন চালিয়ে যাওয়ার পরও পুলিশের নীরব ভূমিকার ব্যাপারে তিনি বলেন, আসলে ঘটনাগুলো এত তাড়াতাড়ি ঘটে যায় যে পুলিশ সামাল দিতে পারেনি। পরে কাজের গতি বাড়নোর জন্য থানার অফিসার ইনচার্জ নজিবুলকে সরিয়ে সাখাওয়াত হোসেনকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, অপরাধীদের শনাক্ত এবং ঘটনার কারণ বের করতে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত কমিটির সভাপতি হলেন, চট্টগ্রাম অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার নুরুল ইসলাম। সদস্যরা হলেন, বান্দরবান জেলার পুলিশ সুপার কামরুল আহসান, কক্সবাজারের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুর রউফ এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বাবুল আখতার। তদন্ত কমিটি রিপোর্ট পেশ করলে বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে বলে জানান।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২ চট্টগ্রামের পটিয়া থানায় ৪টি বিহার ও মন্দির ভাংচুর হয়।

ক. লাখেরা বৌদ্ধ বিহার
খ. কোলাগাঁও নবারুন সংঘ শ্রী শ্রী দূর্গা মন্দির,
গ. কোলাগাঁও তালুকদার বাড়ী শিব মন্দির (পারিবারিক মন্দির) এবং
ঘ. কোলাগাঁও সার্বজনীন রত্নাঙ্কুর বিহার।

সুজিত বড়ুয়া, সাধারণ সম্পাদক, লাখেরা বৌদ্ধ বিহার কমিটি, পটিয়া, চট্টগ্রাম

সুজিত বড়ুয়া অধিকারকে জানান, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২ সকাল আনুমানিক সকাল ১০.৪৫টায় ওয়েস্টার্ন মেরিন শীপইয়ার্ড লিমিটেড এর একজন শ্রমিক এবং তাঁর পরিচিত এক লোক মোবাইল ফোনে তাঁকে জানান, কারখানার ভেতরে শ্রমিকরা হিন্দু ও বৌদ্ধদের বিহার এবং মন্দির ভেঙ্গে ফেলার পরামর্শ করছে। তিনি তখন কোলারপোল পুলিশ ফাঁড়ীতে যান এবং ফাঁড়ীর ইনর্চাজ হাবিলদার আব্দুর রহিমকে বিষয়টি বলেন। তখন ৪জন পুলিশ সদস্য তার সঙ্গে লাখেরা অভয় বিহারে আসে। সকাল ১১.৩০টায় ওয়েস্টার্ন মেরিন শীপইয়ার্ড লিমিটেড থেকে ৫০/৬০ জন শ্রমিক লাঠিসোটা, লোহার রড, দা, কিরিচ, বল্লম, হাতুড়ীসহ মারাত্বক অস্ত্রেসস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিভিন্ন উস্কানীমূলক স্লোগান দিতে দিতে বিহারের দিকে আসতে থাকে। তিনি জনতার মারমুখী ভূমিকা দেখে বিহারের পূর্বপাশের পুকুরের অপর পাড়ে চলে যান। তিনি দেখেন, ঐ ৫০/৬০ জনের সঙ্গে স্থানীয় প্রায় ১৫০০/২০০০জন লোক যোগ দিেেছ। আক্রমণকারীরা লাখেরা বৌদ্ধ বিহারে প্রবেশ করে এবং মন্দিরে উপস্থিত শ্রমনকে মারধর করে। প্রথমে ক্যাশে থাকা নগদ টাকা, মূল্যবান পাথরের মূর্তি, আসবাবপত্র এবং ধর্মীয় বইপুস্তক লুট করে। পরে অন্যান্য মূর্তি, ঘর, দরজা ভাংচূর করে। তারা উল্লাস করতে করতে বিহারে থাকা চিবর (ভিক্ষুর পরিধেয় বস্ত্র), তাবু, ছামিয়ানা, কাথাঁ, বালিশসহ সব দ্রব্য কেরোসিন ও পেট্রোল

ঢেলে দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। অপরপক্ষে ৪জন পুলিশ সদস্য জনতার দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করলে তারা দলবদ্ধ হয়ে সকাল ১১.৪৫টায় ওয়াপদা রাস্তার মাথায় অবস্থিত কোলাগাঁও নবারুণ সংঘ শ্রী শ্রী দূর্গা মন্দির এর দিকে চলে যায়।

মিন্টু রঞ্জন সরকার, সভাপতি, কোলাগাঁও নবারুণ সংঘ শ্রী শ্রী দূর্গা মন্দির, কোলাগাঁও, পটিয়া, চট্টগ্রাম

মিন্টু রঞ্জন সরকার অধিকারকে বলেন, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২ তিনি মন্দিরে ছিলেন। সকাল আনুমানিক ১১.৪৫টায় ৩/৪ হাজার লোক লাখেরা অভয় বিহারের দিক থেকে লাঠিসোটা, লোহার রড, দা, কিরিচ, বল্লম, হাতুড়ী ইট পাথর নিয়ে মন্দিরের গেট ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে। তিনি সেখান থেকে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন যে, আক্রমণকারীরা স্থানীয় জনতা এবং ওয়েস্টার্ন মেরিন শীপইয়ার্ড লিমিটেড এর কিছু শ্রমিক। আক্রমণকারীরা মন্দিরের ভেতর থেকে মূল্যবান মূর্তি লুট করে বাকীগুলো আগুনে জ্বালিয়ে দেয়। অন্য কয়েকজন লোক কোলাগাঁও তালুকদার বাড়ীর শিব মন্দির (পারিবারিক মন্দির) এর মূতিগুলো রাস্তায় এনে ভেঙ্গে ফেলে। পরে আক্রমণকারীরা মিছিল করতে করতে কোলাগাঁও সার্বজনীন রত্নাঙ্কুর বিহারের দিকে যায়।

ছবিঃ কোলাগাঁও সার্বজনীন রত্নাঙ্কুর বিহার

শ্রীমৎ দীপানন্দ ভিক্ষু, কোলাগাঁও সার্বজনীন রত্নাঙ্কুর বিহার, কোলাগাঁও, পটিয়া, চট্টগ্রাম

শ্রীমৎ দীপানন্দ ভিক্ষু অধিকারকে জানান, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২ দুপুর ১২.১৫টায় ৩/৪ হাজার লোক লাঠিসোটা, লোহার রড, দা, কিরিচ, বল্লম, হাতুড়ীসহ মারাত্বক অস্ত্রেসস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কোলাগাঁও নবারুণ সংঘ শ্রী শ্রী দূর্গা মন্দির থেকে সেখানে আসে এবং বিহারের মুল ফটক ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে লুটপাট শুরু করে। তারা বিহার থেকে শ্বেত পাথরের মূর্তি, থাই বুদ্ধ মূর্তি, সীবলী মূর্তি, বোধি বুদ্ধমূর্তি, বার্মিজ বুদ্ধমূর্তি, স্বর্ণের মূর্তি, পিতলের মূর্তি, ল্যাপটপ, টেলিভিশন, নগদ টাকা, আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, গ্রীল, দরজা, জানালা, লাইব্রেবীর অনেক প্রকার বই, চীবর বস্ত্রসহ সমস্ত জিনিস লুট করে নিয়ে বাকী জিনিসগুলোতে কেরোসিন ঢেলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। সব কিছু পুড়ে গেলে তারা মিছিল করতে করতে করতে ওয়েস্টার্ন মেরিন শীপইয়ার্ড লিমিটেড এবং যার যার

বাড়ীতে চলে যায়। পরে তিনি পটিয়া থানায় যান এবং ৩৭ পরিচিতসহ অজ্ঞাতনামা ৪৫০/৫০০ জনকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর ৩৩; তারিখ-৩০/০৯/২০১২। ধারা ১৪৩/১৪৭/১৪০/১৪৯/৪৪৭/৪৪৮/৩২৩/৩৭৯/৩৮০/৪৩৬/৪২৭/২৯৫/৩৪ দ-বিধি। মামলার তদন্ত কারী কর্মকর্তা এসআই কামাল উদ্দিন বলে জানান।

আমিনুর রশিদ, অফিসার ইনচার্জ, পটিয়া থানা, চট্টগ্রাম

আমিনুর রশিদ অধিকারকে বলেন, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ পুলিশ সুপারের কাছ থেকে জানতে পারেন, বৌদ্ধ ধর্মের এক লোক মুসলমান ধর্মের ধমীর্য়গ্রন্থ কোরআন শরীফ অবমাননা করেছে বলে অভিযোগ উঠে। যার কারণে কক্সবাজারের রামুতে স্থানীয় মুসলমানরা বৌদ্ধদের বিহার এবং হিন্দুদের মুন্দির ভাংচূর করেছে। এ খবর শুনে তিনি পটিয়ায় বিহার ও মন্দিরগুলোতে পুলিশী পাহারা জোরদার করেন।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২ সকাল ১১.৩০টায় খবর পাওয়া যায় যে, কিছুলোক দলবদ্ধ হয়ে লাঠিসোটা নিয়ে এসে কোলগাঁও লাখেরা অভয় বিহার ভাংচূর করছে। তখনই টহল পুলিশ সেখানে যায় এবং তাদের ধাওয়া করে। কিন্তু আক্রমনকারীর সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। তারা ধাওয়া খেয়ে চলে যাওয়ার সময় কোলগাঁও নবারুণ সংঘ শ্রী শ্রী দূর্গা মন্দির, কোলগাঁও তালুকদার বাড়ী শিব মন্দির (পারিবারিক), এবং কোলগাঁও সার্বজনীন রত্নাঙ্কুর বৌদ্ধ বিহারের কিছু ক্ষয়ক্ষতি করে। পুলিশ সদস্যদের ধাওয়া খেয়ে আক্রমনকারীরা লালপোল এলাকায় ওয়েস্টার্ন মেরিন শীপইয়ার্ড লিমিটেডে চলে যায়। তিনি বলেন, পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে তিনি কারখানায় যান এবং কারখানা কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা চান। কারখানা কর্তৃপক্ষ গেটের ক্লোজসার্কিট ক্যামেরায় উঠানো ছবি দেখে আসামীদের সনাক্ত করেন এবং তিনি আসামীদের গ্রেপ্তার করেন। তিনি সহকারী পুলিশ সুপারকে কারখানায় রেখে আসামীদের নিয়ে যখন থানায় যাচ্ছিলেন, তখন একদল এলাকাবাসী সহকারী পুলিশ সুপারের ওপর হামলা করে এবং কারখানায় ভাংচুরের চেষ্টা চালায়। তিনি আসামীদের থানায় পাঠিয়ে দিয়ে কারখানার দিকে রওনা দেন। কিন্তু এলাকাবাসী রাস্তায় গাছ ফেলে ব্যারিকেড দেয়। তিনি পুলিশ সদস্যদের নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকলে জনতা তাঁদের ওপর হামলা চালায়। জনতার ছোঁড়া ইট তার বাম বাহুতে লেগে তিনি আহত হন। আরো কয়েকজন পুলিশ সদস্য আহত হলে জানমাল রক্ষার জন্য টিয়ারসেল নিক্ষেপ করে কারখানায় পৌঁছান এবং আটকে থাকা পুলিশ সদস্যদের উদ্ধার করেন। টিয়ারসেল এবং র‌্যাবার বুলেট নিক্ষেপ করার পর পরিস্তিতি শান্ত হয়। পরে এসআই কামাল হোসেন বাদী হয়ে একটি এবং এসআই জাকির হোসেন বাদী হয়ে আরেকটি মামলা দায়ের করেন। মামলায় মোট ১৬৭ জন আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি জানান, যারা গ্রেপ্তার হয়েছে, তাদের মধ্যে রাজনৈতিক কোন ব্যক্তি নয়, যারা আছে তারা স্থানীয় এবং মুসলমান। তিনি বলেন, আহত পুলিশ সদস্যদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং মামলার তদন্ত চলছে।

মেজর জালাল খালেদ, কোয়ালিটি ম্যানেজার, ওয়েস্টার্ন মেরিন শীপইয়ার্ড লিমিটেড, কোলাগাঁও, পটিয়া, চট্টগ্রাম

মেজর জালাল খালেদ অধিকারকে বলেন, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২ সকাল আনুমানিক ১০.৩০টায় কয়েকজন শ্রমিক মোবাইল ফোনে কথা বলতে বলতে কারখানার ২ নম্বর গেটে যায়। শ্রমিকরা বের হতে চাইলে নিরাপত্তা কর্মীরা বের হতে দেয়নি। কিছুক্ষণ পর তারা আরো কয়েকজন শ্রমিককে সঙ্গে নিয়ে এসে বের হতে চাইলে নিরাপত্তা কর্মীরা আবারও বাধা দেয়। কিন্তু শ্রমিকরা মোবাইল ফোনে কাদের সঙ্গে যেন যোগাযোগ করতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা নিরাপত্তা রক্ষীদের তোয়াক্কা না করে ২ নম্বর গেট ভেঙ্গে ফেলে এবং বের হয়ে চলে যায়। তিনি অন্যান্য লোকের মাধ্যমে জানতে পারেন, কিছু লোক কারখানার বাইরে অপেক্ষা করছিল। শ্রমিকরা কারখানা থেকে বের হওয়ার পর জানতে পারেন যে, তারা বৌদ্ধ বিহার ও হিন্দু মন্দির ভাংতে গিয়েছে। তিনি তখন পটিয়া থানায় ফোন করেন। দুপুর ১.০০টার দিকে শ্রমিকরা আবারও এসে কাজে যোগদান করে। এদিকে পুলিশ সদস্যরা এসে সেখানে হাজির হন। পুলিশ সদস্যরা অভিযোগ করেন, কারখানার শ্রমিকরা চারটি বিহার ও মন্দির ভেঙ্গে ফেলেছে। তিনি তখন কারখানার গেটে থাকা সিসি ক্যামেরায় গেট ভাঙ্গা এবং অসময়ে কারখানা থেকে বের হয়া শ্রমিকদের ডেকে আনেন। পুলিশ সদস্যরা ঘটনায় জড়িত থাকা ২৬ জন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। শ্রমিকদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে বলে খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে এলাকা বাসী ছুটে আসে এবং পুলিশ সদস্যদের আক্রমনসহ কারখানায় হামলা করে। পরে অধিক সংখ্যক পুলিশ এসে তা নিয়ন্ত্রণে আনে। তিনি বলেন, যারাই বিহার এবং মন্দির ভাঙ্গার অপরাধ করেছে, তাদের আইনের আওতায় এনে বিচার করা উচিৎ।

-সমাপ্ত-